أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/অ)

www.motaher21.net

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم

কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।

Teaching the Book and Hikmat.

১৫১ নং আয়াতে

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছো যে আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদের পড়ে শুনায়, তোমাদের শুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্নাত শিক্ষা দেয় এবং তোমাদের এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয়, যা তোমরা জানতে না।

১৫১ নং আয়াতের তাফসীর:

রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রিসালাত প্রদান মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র এক বিরাট নি ‘য়ামত

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর মু' মিন বান্দাদেরকে প্রদত্ত নি 'য়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। আর সেই নি 'য়ামত হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত এমন একজন নবী পাঠিয়েছেন যিনি মহান আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল গ্রন্থের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে পাঠ করে শুনাচ্ছেন, আমাদেরকে ঘৃণ্য অভ্যাস, আত্মার দুষ্টমি এবং বর্বরোচিত কাজ হতে বিরত রাখছেন। আর আমাদেরকে কুফরের অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ কুর' আন ও হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের নিকট ঐ সব নিগুঢ় রহস্য প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা আজ পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ পায়নি। সুতরাং তাঁরই কারণে ঐ সমুদয় লোক, যাদের ওপর অজ্ঞতা ছেয়ে ছিলো, বহু শতাব্দী যাদেরকে অন্ধকারে ঘিরে রেখেছিলো, যাদের ওপর দীর্ঘ দিন ধরে মঙ্গলের ছায়া পর্যন্ত পড়েনি, তারাই বড় বড় 'আলিমে পরিণত হয়েছেন। তারা জ্ঞানের গভীরতায়, পবিত্রতম হৃদয় এবং কথার সত্যতায় তুলনাবিহীন খ্যাতি অর্জন করেছেন।

যেমন অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ﴾

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে।' (৩ নং সূরা আল 'ইমরান, আয়াত নং ১৬৪)

যারা রাসূল নামের এই নি 'য়ামতকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে না তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সমালোচনা করে বলেনঃ ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾

'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করো না যারা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে?' (১৪ নং সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ২৮)

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এখানে 'মহান আল্লাহ্‌র নি 'য়ামত' -এর ভাবার্থে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। (সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৯৭৭)

এ জন্যই এ আয়াতের মধ্যেও মহান আল্লাহ তাঁর নি 'য়ামতের বর্ণনা দিয়ে মু' মিনদেরকে তাঁর স্মরণের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ ﴿فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ﴾

'অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করবো এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়ো না।' (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৫২) হাসান বাসরী (রহঃ)

প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এই যে,মহান আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা যে স্মরণ করে মহান আল্লাহও তাঁর প্রতিদানের ব্যাপারে তাকে স্মরণ করবেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১৪১)

‘আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব যায়দ ইবনে আসলাম (রহঃ) (হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু যায়দ ইবনে আসলাম এটা কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তা জানা যায় নি। এর অধিকাংশ বর্ণনা আহলে কিতাবদের নিকট থেকে পাওয়া। মহান আল্লাহই ভালো জানেন) এর সূত্রে বলেন যে, মূসা (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র নিকট আরয করলেনঃ হে আমার প্রভু! কিভাবে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? উত্তর হচ্ছেঃ আমাকে স্মরণ রেখো, ভুলে যেয়ো না, আমাকে স্মরণ করাই হচ্ছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আমাকে ভুলে যাওয়াই আমার সাথে কুফরী করা। হাসান বাসরী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণের উক্তি এই যে, মহান আল্লাহকে যে স্মরণ করে মহান আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন।

পূর্বের মনীষীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, ‘মহান আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করার’ অর্থ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তার বিরুদ্ধাচরণ না করা, তাকে ভুলে না যাওয়া, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

একবার ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হলেন যেঃ ব্যাভিচারী, মদখোর, চোর এবং আত্মহত্যাকারীকেও কি আল্লাহ তা ‘আলা স্মরণ করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ এই লোকেরা যখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে তখন তিনিও তাদেরকে অভিশাপের সাথে স্মরণ করেন। যতোক্ষণ না সে চুপ হয়। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম, অত্র হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আম্মারা ইববে যাযান সত্যবাদী। কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তার অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ ‘আমাকে স্মরণ করো’ অর্থাৎ আমার জরুরী নির্দেশাবলী পালন করো। ‘আমি তোমাকে স্মরণ করবো।’ অর্থাৎ আমার নি ‘য়ামতসমূহ তোমাকে দান করবো। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে আমি তোমাকে ক্ষমা করার মাধ্যমে স্মরণ করবো অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে দয়ার সাথে স্মরণ করবো। (হাদীসটি য ‘ঈফ। জামি ‘ তিরমিযী- ৫/৫৪২, ৫৪৩) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহ্‌র তোমাদেরকে স্মরণ করা অনেক বড়। অর্থাৎ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে তিনি আরো বেশি দান করেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।

একটি হাদীসে কুদুসীতে আছে যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ

".من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منه

‘যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি এবং যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে এর চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি।’ (সহীহুল বুখারী

১৩/৩৯৫/৭৪০৫, সহীহ মুসলিম ৪/২/২০৬১, ৪/২১/২০৬৭, জামি ‘ তিরমিযী- ৫/৫৪২/৩৬০৩, সুনান ইবনে মাজাহ-২/১২৫৫/৩৮২২, ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملإ ذكرتك، في ملإ من الملائكة -أو قال] :في [ملأ خير منهم -وإن دنوت مني شبرًا دنوت منك ذراعًا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول"

‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমাকে তোমার অন্তরে স্মরণ করো, তাহলে আমি তোমাকে আমার অন্তরে স্মরণ করবো আর তুমি যদি আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে তার চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করবো। যদি তুমি আমার দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ স্থান অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবো, আর যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসো তাহলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসবো। (মুসনাদ আহমাদ ৩/১৩৮, ফাতহুল বারী ১৩/৫২১) সহীহুল বুখারীতেও এ হাদীসটি কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মহান আল্লাহ্‌র দয়া এর চেয়েও অধিক নিকটে রয়েছে। (সহীহুল বুখারী-১৩/৫২১/৭৫৩৬)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَاشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ﴾ ‘তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। ’ মহান আল্লাহ তার কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ওয়া ‘দা দিচ্ছেন যে, বান্দা কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাকে কল্যাণ আরো বাড়িয়ে দিবেন। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ﴾

যখন আমাদের রাব্ব ঘোষণা করেনঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিবো, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (১৪ নং সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৭) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) একবার অতি মূল্যবান ‘হুল্লা’ অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে আসেন, যা আমরা পূর্বে অথবা পরে কখনো পরিধান করতে দেখিনি, তিনি বলেনঃ

".من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه ."وقال روح مرة" :على عبده"

‘যখন মহান আল্লাহ কাউকে কোন অনুগ্রহ করেন তখন তিনি সেই অনুগ্রহের চিহ্ন তার সৃষ্টি তথা বান্দার মাঝে দেখতে চান।’ (মুসনাদে আহমাদ ৪/৪৩৮, জামি ‘ তিমমিযী ৫/১১৪/২৮১৯)

১৫২ নং আয়াতে

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো এবং আমার শোকর করতে থাকো, না-শোকরী করো না।

১৫২ নং আয়াতের তাফসীর:

যিক্‌র আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে – (১) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়। (২) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা। (৩) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা। শরয়ী পরিভাষায় যিক্‌র হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তাঁর নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তাঁর কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তাঁর কাছে কিছু চেয়ে।

যিক্‌র দুই প্রকার। যথা - কওলী বা কথার মাধ্যমে যিক্‌র ও আমলী বা কাজের মাধ্যমে যিক্‌র। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে - কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের আলোচনা ও স্মরণ, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে - ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে কিছু যিক্‌র আছে যা সময়, অবস্থা এবং সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকাল ও সন্ধ্যার যিক্‌র, সালাতের পরের যিক্‌র, খাওয়ার শুরু-শেষ, কাপড় পরিধান, মসজিদে প্রবেশ-বাহির ইত্যাদি সহ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের দোআ বা যিক্‌রসমূহ। যে সকল যিক্‌র অবস্থা, সময় ও সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর সংখ্যা, সময় অথবা অবস্থা কোনটিরই পরিবর্তন করা জায়েয নেই। যে সকল যিক্‌র এ তিনটির সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ সাধারণ যিক্‌র, সেগুলো সময়, সংখ্যা অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাও জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ ‘মৌখিক যিক্‌রের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট শব্দ নির্ধারণ করা বিদ’ আত। [ইবনুল হুমাম, শরহে ফাতহুল কাদীরঃ ২/৭২]

যিক্‌র এর ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে,বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করেন। আবু উসমান নাহ্‌দী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনুল কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্‌ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্‌ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ যিকরুল্লাহ'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিক্‌রের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিক্‌রই করে না; প্রকাশ্যে যতবেশী সালাত এবং তাসবীহই সে পাঠ করুক না কেন' । মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, যদি তার নফল সালাত ও সিয়াম কিছু কমও হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে সালাত-সিয়াম, তাসবীহ্‌-তাহ্‌লীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি যিক্‌র করে এবং যে ব্যক্তি যিক্‌র করেনা তাদের উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়' । [বুখারীঃ ২০৮]

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ন ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ' । [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 'বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি' । [বুখারীঃ ৭৪০৫]

মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিক্‌রুল্লাহর সমান নয়' । যুন্‌নূন মিসর বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন' ।

১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) দু 'আ করেছিলেন যাতে মক্কায় ইসমাঈলের বংশে একজন রাসূল আগমন করে। যিনি আল্লাহ তা 'আলার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেবেন এবং শির্ক ও অশালীন আচরণ থেকে পবিত্র করবেন। সে কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা 'আলা বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় আল্লাহ তা 'আলার যিকির বা তাঁর স্মরণের কথা বলা হয়েছে।

তন্মধ্যে অন্যতম যেমন-

১. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা ‘আলার যিকির বা স্মরণের কথা বলছেন-

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا)

“এবং তোমাদের প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায়।” (সূরা দাহার ৭৬:২৫)

২. বেশি বেশি তাঁর যিকির বা স্মরণের কথা বলেন:

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)

“আর খুব বেশি করে তোমার রবের যিকির কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা কর।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:৪১)

এরূপ অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা ‘আলার যিকির বা স্মরণের কথা বলা হয়েছে।

তবে যিকির অর্থ এই নয় যে, কিছু লোক একত্রিত হয়ে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে হেলেদুলে এমনভাবে আওয়াজ করা যাতে মানুষ পাগল বলে। যেমন এ ব্যাপারে একটি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّي يَقُولُوا مَجْنُونٌ

বেশি বেশি আল্লাহ তা ‘আলার যিকির কর যেন মানুষ তোমাকে পাগল বলে। (সিলসিলা যঈফাহ হা: ৫১৭)

বরং সালাত একটি যিকির, সিয়াম একটি যিকির, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদিসহ শরীয়তের সকল ইবাদত আল্লাহ তা ‘আলার যিকির। এবং যিকির যে কিছুক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত তা নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহ তা ‘আলার যিকির বা স্মরণ আবশ্যক। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ)

যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৯১)

এ যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُ

আমি আমার বান্দার নিকট তেমন, যেমন সে আমাকে মনে করে এবং আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি আমাকে একাকি স্মরণ করে আমিও তাকে একাকি স্মরণ করি। আর যদি কোন সমাবেশে স্মরণ করে আমিও তাকে তার চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। (সহীহ বুখারী হা: ৭৪০৫)

আল্লাহ তা ‘আলার স্মরণ করার অর্থ হল আল্লাহ তা ‘আলা ক্ষমা করে দেবেন, উত্তম প্রতিদান দেবেন। (তাফসীর মুয়াসসার পৃঃ ২৩)

সাঈদ বিন যুবাইর বলেন: এর অর্থ হল আমার আনুগত্য ও ইবাদাতের মাধ্যমে স্মরণ কর আমি আমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমাদের স্মরণ করব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রহমাতের মাধ্যমে স্মরণ করব। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৪১৯)

এরপর আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর শুকরিয়া আদায় করার কথা বললেন আর কুফরী করতে নিষেধ করলেন। শুকরিয়া আদায় করার ফলাফল হল- আল্লাহ তা ‘আলা অধিক বরকত দান করবেন:

(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)

‘তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।’ (সূরা ইবরাহীম ১৪:৭)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মত মাটির তৈরি মানুষ, নূরের তৈরি নন।

২. যতটুকু না জানলে ফরয ইবাদত করা যায় না কমপক্ষে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয।

৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা ‘আলাকে স্মরণ করা উচিত।

৪. নেয়ামতের কুফরী করা হারাম।